শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

প্রসঙ্গঃ দুই সেশন একত্রীকরণ

একটি সাপ্তাহিকের খবরে প্রকাশ, "২৩শে আগস্ট সরকারী সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সকল বিভাগের সম্মান ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের ছাত্রছাত্রীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষাবর্ষের অর্থাৎ সেশন ১৯৮৪-৮৫ ও ৮৫-৮৬ এর সম্মান (সনাতন) পরীক্ষা একত্রে ১৯৮৯ সনে নেয়ার দাবী জানায়। এ দাবী ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। এতে চলতি বর্ষের ছাত্রছাত্রীসহ সকল বর্ষের সেশন-জট এক বছর কমানো সম্ভব। তাতে করে শিক্ষার্থীদের জীবনের সোনালী দিনগুলো নষ্ট হবে না এবং দরিদ্র অভিভাবক তথা পিতামাতার দুঃখ-কষ্টের লাঘব হবে। যেহেতু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেহেতু আমাদের বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

এ বিষয়ে সুবিবেচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রফিক, শওকত, সামাদ, সুবল ও আলতাফ
৩য় বর্ষ, সম্মান (নতুন), হিসাব বিজ্ঞান, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ছাত্রাবাস, কক্ষ নং ৩০১, করটিয়া, টাংগাইল।

বিটিভি-র শিক্ষাঙ্গন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভুল শিক্ষা প্রদান

গত ২৭-৯-৮৮ তারিখ বিকাল ৫-৪৫ মিনিটের টেলিভিশন শিক্ষাংগন অনুষ্ঠানে কৃষি সম্পদের উপর আলোচনা করার সময় উপস্থাপক বাংলাদেশে ধানের চাষ সম্পর্কে যা বলেছেন সে ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে নিবেদিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থাপক এক পর্যায়ে বলেছেন যে, "এ দেশে সাধারণতঃ বোরো, আউশ, আমন ও ইরি ধানের চাষ হয়। অন্য এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, ইরি ধান বোরো ধানের মতই চাষ করতে হয়।" কিন্তু এ তথ্যগুলো ত্রুটিপূর্ণ।

আমাদের দেশে ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (ইরি) কর্তৃক উদ্ভাবিত ৩টি খাটো জাতের ধানের চাষ শুরু হয়। ধানগুলো এদেশে ইরি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে এ ধানগুলোর জনপ্রিয়তা ও চাষ এদেশে কমতে থাকে।

বর্তমানে সারাদেশে যে ধানগুলো ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে তার অধিকাংশই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের জাত। এ ধানগুলোকে 'ব্রি' ধান বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, 'ব্রি' এ যাবৎ বিভিন্ন মৌসুমের উপযোগী ২২টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এই ২২টি ধানের প্রতিটির একটি করে জনপ্রিয় নাম আছে।

আমাদের দেশে ধান চাষকে সাধারণতঃ তিনটি মৌসুমে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা আউশ, আমন ও বোরো।

সুতরাং, এ কথা বলা যায় যে, ইরি অথবা ব্রি যেমন কোন মৌসুমের নাম নয় বরং ধানের নাম, তেমনি বোরো বা আউশ কোন ধানের নাম নয় বরং মৌসুমের নাম। তাই ধানের সঠিক নাম বলার সময় বলা উচিত বিআর ১ অথবা চান্দিনা, বিআর ৩ অথবা বিপ্লব অথবা আইআর ৮ ইত্যাদি। মৌসুম ভিত্তিতে বলতে হলে বলতে হবে, উফশী আউশ, উফশী আমন অথবা উফশী বোরো অথবা বলা যেতে পারে দেশী আউশ, দেশী আমন ইত্যাদি। কিন্তু ধানের নামকে মৌসুমের সাথে জুড়ে দিয়ে ইরি-বোরো বলা উচিত নয় এবং তা সঠিকও নয়। কারণ এতে ধানের নাম এবং মৌসুমের নাম ত্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে।

তাই আমি মনে করি যে, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে তথ্য ও বক্তব্য সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

খন্দকার এনামুল কবীর
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর।